মহাত্মা গান্ধীর ছাত্রজীবন।

স্কুল সাপ্লাই কোম্পানী, ঢাকা।

মহাত্মা গান্ধীর ছাত্র জীবন

"বীরপূজা," "গল্পে ইতিহাস" প্রভৃতি

গ্রন্থপ্রণেতা

শ্রীসুখময় দাসগুপ্ত, এম, এ, প্রণীত।

[জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৮]

দাম ছয় আনা

প্রকাশক—শ্রীশরচ্চন্দ্র দে, বি, এ,

স্কুল সাপ্লাই কোম্পানী,

পাটুয়াটুলী ষ্ট্রীট্, ঢাকা।
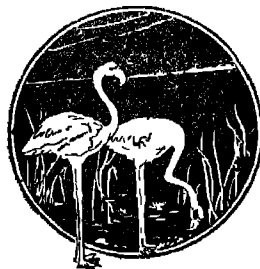
প্রিণ্টার—শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য

মাসপয়লা প্রেস

১৯।১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

পুণ্যভূমি ভারত বহুপ্রসবিনী। ভারতের বিশিষ্টতা তাহার ধর্ম্ম। ভারতের জয় পতাকা গৈরিক। এই দেশে যুগে যুগে পুণ্যের সংস্থানের জন্য ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে যে যুগ-প্রবর্ত্তক চরিত্র, সংযম, শুচিতা ও প্রেমে বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন, আমরা তাঁহার আদর্শ ছাত্র-জীবন বাংলার ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে উপহার দিতেছি।

মহাত্মার আত্মচরিত শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় গান্ধীজী সম্বন্ধে অথবা তাঁহার লেখা যে সকল বই পড়িয়াছি, তাহার মধ্যে এই বইখানি আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। এমন অপূর্ব্ব আত্মচরিত খুবই কম। এই আত্মচরিত অবলম্বনেই এই ছোট্ট বইখানি লিখিত হইল। শ্রীযুক্ত দেশাইএর নিকট এইজন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

কাকিনা।
জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮।

শ্রীসুখময় দাসগুপ্ত।

"বাংলার ঘরে যত ভাই বোন

সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক,

হে ভগবন্।"

—রবীন্দ্রনাথ।

উপহার

সোনার বাংলার

ভাই বোন দিগকে

মহাত্মা গান্ধীর ছাত্রজীবন

ভারতের যে অংশে শ্রীকৃষ্ণ রাজত্ব করিয়াছেন, সেই পুণ্য পীঠের নিকটে কাঠিয়াবার রাজ্য। এখানে মহাত্মা গান্ধীর পিতামহ রাজমন্ত্রী ছিলেন। তিনি সত্যনিষ্ঠ ও অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। রাজদরবারে সত্যনিষ্ঠা অপেক্ষা তোষামোদের মূল্য অনেক সময় অধিক দেখা যায়। ষড়যন্ত্রের ফলে উত্তমচাঁদকে পোরবন্দর রাজ্যের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া জুনাগড়ে কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়।

মহাত্মার পিতা করমচাঁদ উত্তমচাঁদের পঞ্চম পুত্র। তিনিও পোরবন্দরের মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

দেশীয় রাজন্যগণের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া দিবার জন্য সেখানে রাজস্থানিক সভা নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। করমচাঁদ এই সভার সভ্য ছিলেন। দেশীয় রাজন্য সভায় তাঁহার এই সম্মান তাঁহার সততা ও কর্ম্মকুশলতার নিদর্শন। তিনি রাজকোটের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং মৃত্যুসময়ে বৃত্তি ভোগ করিতেন।

মহাত্মা গান্ধী ইহার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র।

পিতা কবমচাঁদ নির্লোভ, নিবপেক্ষ ও তেজস্বী ছিলেন। গান্ধী পিতাব এই সকল সদ্‌গুণ উত্তবাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইযাছেন। তাঁহাব তেজস্বিতাব একটি গল্প মহাত্মাব আত্মচরিতে উল্লিখিত আছে। গল্পটি এই ঃ—একদিন সহকাবী পলিটিক্যাল এজেণ্ট রাজকোটেব ঠাকুব সাহেবেব সম্বন্ধে একটা অপমান সূচক কথা বলেন। কবমর্চাদ তৎক্ষণাৎ তাহাব প্রতিবাদ কবেন।

এজেণ্ট সাহেব চটিযা গেলেন এবং তাঁহাকে ক্ষমাপ্রার্থনা কবিতে বলিলেন। করমর্চাদ অটল। তাঁহাকে আটক করিযা রাখা হইল। নির্ভীক কবমর্চাদ মস্তক অবনত কবিলেন না। কবমচাঁদকে ছাডিযা দেওযা হইল।

মহাত্মাব জননী ধর্ম্মশীলা, সন্তানবৎসলা ও প্রেমমযী। বৈষ্ণবদেব ধর্ম্মেব লক্ষণ তৃণেব মত সুনীচ, তরুব মত সহনশীল হওযা। তাঁহাব চবিত্রে এসকল গুণ পূর্ণরূপে বর্ত্তমান ছিল। অমানীকে মান দেওযা ও সর্ব্বদা হবিগুণ গান কবাতে তিনি পরম তৃপ্তি লাভ কবিতেন।

উপবাস বৈষ্ণবধর্ম্মের আব একটি বহিবঙ্গ। সন্ধ্যা আহ্নিক না কবিযা তিনি জল গ্রহণ কবিতেন না। তিনি কঠোর চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন কবিতেন। এই ব্রত গ্রহণ কবিলে চাবিমাস প্রায অনাহারে থাকিতে হয। একবাব তিনি সঙ্কল্প করিলেন যেদিন সূর্য্য না দেখিবেন, সেদিন আব তিনি জলগ্রহণ কবিবেন না। বর্ষাকাল, সূর্য্যদেব প্রাযই মেঘেব অন্তবালে থাকিতেন। এক

একদিন এমন হইযাছে, সূর্য্য দেখিযা গান্ধীরা মাকে সংবাদ দিতে গিযাছেন, মা বাহিবে আসিযা দেখেন সূর্য্যদেব তাঁহাকে অনশনের ব্যবস্থা দিযা পলাযন কবিযাছেন। জননীর হাসিমুখ। মাযের সঙ্গে গান্ধী বাজঅন্তঃপুরেও প্রবেশ কবিতেন।

মোহনচাঁদ ১৮৬৯খৃঃ ২বা অক্টোবব স্থদামা পুবীতে জন্মগ্রহণ কবেন। জগতেব ইতিহাসে এইদিন স্বর্ণাক্ষবে লিখিত থাকিবে।

মহাত্মা গান্ধীর ছাত্রজীবন

বিদ্যারম্ভ

পোরবন্দরের একটি পাঠশালায় গান্ধীর বিদ্যারম্ভ হয়। বাল্যকালে তিনি মেধাবী ছিলেন না এবং নামতা মুখস্থ করিতে তাঁহাকে বেশ একটু বেগ পাইতে হইত। ইহার পরই তাঁহার পিতা রাজস্থানিক সভার সভ্য হইয়া রাজকোটে গমন করেন। মোহনচাঁদও তাঁহার সহিত তথায় গমন করিয়া একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। এখানেও তাঁহার ছাত্র জীবনের উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনার কথা অবগত হওয়া যায় নাই। এখান হইতে তিনি সহরতলীর একটি উচ্চ ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। তখন তাঁহার বয়স বার বৎসর।

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, কিরূপ দিন হইবে প্রভাতকালেই তাহা বোঝা যায়। মোহনচাঁদের ভবিষ্যত জীবনের মহত্ত্বের অঙ্কুর এই বিদ্যালয়েই উপ্ত হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন, আমার সমপাঠী অথবা শিক্ষকদিগের নিকট কখনও আমি মিথ্যা কথা বলিয়াছি, ইহা স্মরণ হয় না। যিনি স্বীয় জীবনের ক্ষুদ্রতম দোষটি জগতের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিতে এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করেন না, তিনি ইহার ভিতর কিছু নিশ্চয়ই গোপন করেন নাই। বাল্যকালেই তাঁহার ভিতরে যে সত্যনিষ্ঠার বীজ নিহিত ছিল, তাহাই আজ পরিণত বয়সে পৃথিবীর ভিতরে এক নূতন আদর্শ আনয়ন করা সম্ভব করিয়াছে। মোহনচাঁদ বাল্যে অত্যন্ত লাজুক ছিলেন। পড়ার বইগুলিই তাঁহার একমাত্র সঙ্গী ছিল। ঠিক সময়ে তিনি

বিদ্যালয়ে আসিতেন, আবার ছুটির ঘণ্টা পড়িলেই ছুটিয়া বাড়ী যাইতেন।

ঐ বিদ্যালয়ে প্রথম বৎসরে পরীক্ষার সময় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। যে সত্যাগ্রহ মোহনচাঁদকে মহাত্মা করিয়াছে, সেই সত্যনিষ্ঠারই ইহা দীপ্ত দীপ। এই সময় শিক্ষাবিভাগের ইনস্পেক্টর মিঃ জাইলস্ বিদ্যালয় দেখিতে আসিলেন। তিনি বানান পরীক্ষা করিবার জন্য কয়েকটি শব্দ লিখিতে দেন। (কেঁৎলি) 'Kettle' এই শব্দটি তাহার মধ্যে ছিল। মোহনচাঁদ শুদ্ধরূপে লিখিতে পারিলেন না। শিক্ষক মহাশয় তাঁহার জুতার অগ্রভাগ দিয়া সঙ্কেতে কি বলিতেছিলেন গান্ধী বুঝিতে পারেন নাই। শিক্ষকটি গান্ধীকে তাহার সমপাঠীর শ্লেট হইতে শব্দটি লিখিয়া লইতে বলিতেছিলেন। সরলমনা মোহনচাঁদ কি করিয়া তাহা বুঝিবেন। ছেলেরা যাহাতে ঠোকাঠুকি না করে, তাহার জন্যই শিক্ষকগণ সতর্ক থাকেন। মোহনচাঁদও তাহাই জানিতেন। ফল হইল সকলে বানানটি শুদ্ধ করিয়া লিখিল। গান্ধী বোকা বনিয়া গেলেন। শিক্ষকটি তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার বিষয় অতঃপর মোহনচাঁদকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

গান্ধী লিখিতেছেন, ঐ শিক্ষকের প্রতি এই ঘটনা সত্ত্বেও আমার শ্রদ্ধা কমে নাই, কারণ গুরুজনদিগের দোষ আমার চোখেই পড়ে না। ঐ শিক্ষকটির আরো দোষ ছিল। সে সকল জানা সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি মহাত্মার শ্রদ্ধা সমভাবেই রহিয়াছিল। গীতা-

কাব লিখিযাছেন, শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞান লাভ করে। গীতাকারের এই শ্রদ্ধা মহাত্মার ছাত্রজীবনে কেমন উজ্জ্বল ভাবে ফুটিযা উঠিযাছে।

পাঠ্যপুস্তক ছাডা মোহনচাঁদ অন্য কিছু পডিতে ভালবাসিতেন না। তিনি প্রতিদিনেব পাঠ অভ্যাস না কবিযা বিদ্যালয়ে যাইতেন না। দৈনিক পাঠাভ্যাসেই তাঁহাব পড়িবাব সময় কাটিযা যাইত। পাছে অধ্যাপক মনে কবেন, মোহনচাঁদ ফাঁকি দিযাছেন, এই ভযে তিনি বীতিমত পাঠ আযত্ত কবিতেন।

একখানি পুস্তক হঠাৎ মোহনচাঁদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। ইহা একখানি নাটক। নাম শ্রবণেব পিতৃভক্তি।

শ্রবণ অন্ধ পিতামাতাকে লইযা তীর্থ ভ্রমণ কবাইতেছে, এই দৃশ্যটি মোহনচাঁদেব হৃদযপটে চিবদিনেব জন্য অঙ্কিত বহিযা গেল। পবমেশ্বব অন্ধেব যষ্টি শ্রবণকে তুলিযা লইলেন। অন্ধ পিতা-মাতাব কী মর্ম্মান্তিক ক্লেশ! মোহনচাঁদেব কোমল প্রাণে বড লাগিল। শ্রবণ নাটকেব একটি করুণ সঙ্গীত তিনি বাজাইতে শিখিলেন।

ইহাব পব একবাব তিনি হবিশ্চন্দ্র নাটক দেখেন। সত্য-পবাযণ হবিশ্চন্দ্রেব চবিত্র মোহনচাঁদেব মনে এক গভীব রেখা আঁকিযা দিল। সত্যরক্ষাব জন্য হরিশ্চন্দ্র বাজ্য দান কবিযাই ক্ষান্ত রহিলেন না। স্ত্রী বিক্রয করিযা নিজেকে চণ্ডালের নিকট দাসত্বে বদ্ধ কবিয়া হবিশ্চন্দ্র দানেব দক্ষিণা প্রদান করিলেন। তাঁহাব পব পুত্রের সর্পাঘাতে মৃত্যু। অসহায মাতাব হৃদয বিদাবক

হাহাকার। শ্মশানের শেষ দৃশ্য, কপর্দ্দক শূন্য মাতার নিকট হরিশ্চন্দ্রেব শবদাহেব প্রাপ্য দাবী, ও ঘনঘটা আচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ আলোকে পরিচয কাহাব মনে ছাপ না দিয়াছে ?

সত্যানুশবণ কবিতে হইলে হবিশ্চন্দ্রের ন্যায কঠিন পরীক্ষায উত্তীর্ণ হইতে হইবে—এই শিক্ষা মোহনচাঁদ লাভ করিলেন। তাঁহাব ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহাকে আমবা হবিশ্চন্দ্রেব ন্যায সর্ব্বত্যাগী সত্যগ্রাহী দেখিযা মুগ্ধ হইতেছি। এই ত্যাগই মহাত্মাব চরণে সকলেব মস্তক অবনত করিতে শিখাইতেছে।

বিবাহ

যদিও আমাদেব দেশে দেবতাজ্ঞানে পূজিতা সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী নিজেবা পতি নির্ব্বাচন কবিযাছেন এবং বিবাহ সময়ে বালিকা ছিলেন না, তথাপি বাল্য-বিবাহ আমাদেব দেশে প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি হবিবিলাস শারদা মহাশয একটি আইন পাশ কবাইযা লইযাছেন ; সে আইনে বাল্য-বিবাহ দণ্ডনীয হইযাছে। দেশাচাব অতিক্রম কবা কম সাহসিকতাব কার্য্য নহে। মোহনচাঁদকে বাল্যকালেই বিবাহ কবিতে হইযাছিল। বিবাহের সময তাঁহার বযস সবে তেব বৎসর। গান্ধী বাল্যবিবাহের কুফল নিজ জীবনে ভোগ কবিযাছেন। ব্রহ্মচর্য্যহীন শিক্ষা-জীবন তাঁহাকে ক্লেশে ফেলিযাছে। তিনি শিশুপত্নীব উপব অযথা কর্ত্তৃত্ব কবিতে গিযা তাঁহাকেও ক্লেশ দিযাছেন। মোহনচাঁদ আত্মচবিতে এই সকল কথা সবিস্তাবে বর্ণনা কবিযাছেন। বাল্য-বিবাহকে তিনি বিবেকবর্জ্জিত বলিতে কুণ্ঠা বোধ কবেন নাই। আমরা স্থানান্তবে পুনরায এই বিষযেব অবতাবণা করিব।

উচ্চ বিদ্যালয়ে

বিবাহের গোলযোগে গান্ধীদিগের এক বৎসর নষ্ট হয়। তাঁহারা তিন ভাই একই বিদ্যালয়ে পড়িতেন। মোহনচাঁদের বিবাহ এবং তাঁহার ছোট দাদার বিবাহও একই দিনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মোহনচাঁদের বড়দাদা উপরে পড়িতেন। তাঁহার ছোটদাদা তাঁহার এককাশ উঁচুতে ছিলেন। বিবাহের ফলে তাঁহার ছোটদাদা পড়া-শুনায় অত্যন্ত কাঁচা হইয়া গেলেন। সে বৎসর উপরের শ্রেণীতে উঠিতে পারিলেন না। তিনি পড়াই ছাড়িয়া দিলেন।

মোহনচাঁদেরও সেই বৎসর নষ্ট হইল। কিন্তু তিনি নিষ্ঠাবান্ ও শ্রদ্ধাবান্ ছাত্র ছিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন। যাহাতে তাঁহার চরিত্রে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করিতে না পারে, এজন্য তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। সামান্য অপরাধে তাঁহার চোখে জল আসিত। গান্ধীকে কে না ভালবাসিয়া পারে? তাঁহার প্রেম আজ তাঁহার শত্রুকেও পরাজয় করিয়াছে। বাল্যেও তাঁহার হৃদয় পবিত্র ও স্নেহশীল ছিল, তাই সবাই তাঁহাকে ভাল-বাসিতেন। মোহনচাঁদের একটি বৎসর নষ্ট হইল দেখিয়া শিক্ষক-গণ দুঃখিত হইলেন। ইহার পর তাঁহার পাঠোন্নতি দেখিয়া তাঁহাকে দুই শ্রেণী উপরে উঠাইয়া দেওয়া হইল। প্রথম প্রথম তিনি পড়াশুনা শক্ত মনে করিলেন। চতুর্থ শ্রেণীতে ইংরেজী ভাষায় তাঁহাকে সকল বিষয় শিখিতে হইত। জ্যামিতি প্রভৃতি নূতন বিষয়ও

তাঁহাকে অধ্যযন কবিতে হইত। তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। শিক্ষক মহাশয় যত্ন কবিযা জ্যামিতি পডাইতেন, কিন্তু তিনি অনুসরণ করিতে পাবিতেন না। কখনও কখনও তিনি নীচের শ্রেণীতে নামিযা যাইবেন মনে করিতেন। কিন্তু নামিযা গেলে শুধু তাঁহাব একাব অসম্মান নয, শিক্ষকেবও অসম্মান হইবে এই মনে কবিয়া তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে লাগিযা গেলেন। জ্যামিতি সহজ হইযা গেল। পডায তিনি আনন্দ পাইতে লাগিলেন।

এদিকে সংস্কৃত পডা শক্ত মনে হইতে লাগিল। ব্যাকরণ দ্বাববানকে পার হইযা সংস্কৃত মন্দিবে প্রবেশ করা অনেকের পক্ষেই দুরূহ। সংস্কৃত ভাষাব অধ্যাপক পণ্ডিত কৃষ্ণশঙ্কব কডা লোক ছিলেন। তাঁহাকে ফাঁকি দেওযা চলিত না।

পার্শী শিক্ষকটি ছিলেন তাব বিপরীত। ছেলেরা বলিত পার্শী সহজ বিষয়। মোহনচাঁদ পার্শী পডিবেন ঠিক কবিলেন। একদিন তিনি পার্শী ক্লাশে গিযা বসিলেন। পণ্ডিত মহাশযেব মনে বড ক্লেশ হইল। তিনি মোহনচাঁদকে ডাকিযা বলিলেন, মোহন, তুমি কি তোমার ধর্ম্মের ভাষা পড়িবে না? তুমি বৈষ্ণব সন্তান, যদি কোথাও তোমাব বুঝিবার গোল থাকে, আমাব কাছে আসিবে, আমি বুঝাইযা দিব। গান্ধী ফিবিলেন। একবার ধরিলে মোহনচাঁদ তাহা ছাড়েন না, তাহা আমবা দেখিতেছি। সংস্কৃত তিনি ধবিলেন এবং তাহা আয়ত্ত করিযা ছাডিলেন।

মহাত্মার মতে আমাদেব দেশে নিজ মাতৃভাষা ছাডা হিন্দী,

সংস্কৃত, পার্শী, আরবী ও ইংরেজী হাইস্কুলের পাঠ সূচীতে থাকা উচিত। তিনি বলেন, বিদেশী ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষার দায় হইতে মুক্ত হইলে এই সকল ভাষা বালকেবা শিখিতে পারিবে।

হাই স্কুলে মিঃ এ ডুলজি মোহনচাঁদের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। তিনি ব্যাযাম ছাত্রদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। আজ কাল খেলাধূলার দিকে যেমন ঝোক পড়িয়াছে, তখন তেমন ছিল না। অনেক সময় খেলাকে অভিভাবকগণ পড়াশুনার অন্তরায় মনে করিতেন। ভাল ছেলেরা খেলিয়া সময় নষ্ট কবিবে না, এই ছিল তখনকার ধারণা।

খেলিতেই হইবে এরূপ আদেশ না পাওযা পর্য্যন্ত মোহনচাঁদ ফুটবল বা ক্রিকেট খেলেন নাই।

জিমন্যাষ্টিকও তিনি করিতেন না। তাঁহার বাবার সে সময় অসুখ। তিনি বিদ্যালয় হইতে ছুটী পাইলেই পিতার সেবা করিতে আসিতেন। একবার একটি ঘটনায তাঁহাব পিতা ব্যায়ামের শ্রেণী হইতে তাঁহার নাম কাটাইয়া লন। কোনও শনিবার তিনি বিদ্যালয়ের পর বাডী চলিযা যান। চারিটার সময ব্যায়াম কবিতে আসিবার কথা। সেদিন আকাশে মেঘ হওয়ায় তিনি সময় ঠিক করিতে পারেন নাই। মোহনচাঁদ আসিয়া দেখেন ব্যাযামের শ্রেণী বন্ধ হইযা গিয়াছে। তাঁহার শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রকৃত ঘটনা বলিয়াছিলেন। শিক্ষক মহাশয় তাঁহাকে বিশ্বাস করিলেন না। গান্ধীর কিছু জরিমানা হইল। জরিমানার পয়সা কিছু না;

কিন্তু মোহনচাঁদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। অবশেষে সত্যের জয় হইল, তাঁহার জরিমানা দিতে হইল না।

রীতিমত ব্যাযাম না কবিলেও গান্ধী প্রতিদিন মুক্ত বায়ুতে নিযমিত বেড়াইতেন। মুক্ত বাযুতে বহুদূব বেড়াইলে শবীর ভাল থাকে। মোহনচাঁদও নিয়ম মত দৈনিক ভ্রমণ করিতেন। ইহাতে তাঁহার দেহ বেশ সবল হইযাছিল।

আত্মজীবনীতে মোহনচাঁদ নিজেকে সাধাবণ শ্রেণীব ছাত্র বলিযা উল্লেখ করিলেও আমবা তাঁহাব পাঠনিষ্ঠাব কথা দেখিতে পাই। ইহার ফলস্বরূপ তিনি উচ্চ শ্রেণীতে বৃত্তি পাইয়াছিলেন। যিনি কাঁচা থাকার জন্য উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে পারেন নাই, তাঁহার পক্ষে বৃত্তি পাওয়া একাগ্রতা ও নিষ্ঠারই পুবস্কার বলিতে হইবে।

বন্ধু নির্ব্বাচনে ভুল

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মোহনচাঁদ লাজুক ছিলেন। তাঁহার বন্ধু সংখ্যা অতি অল্প ছিল। বিদ্যালয়ে তাঁহার দুইজন বন্ধু জুটিযাছিলেন। একেব আবির্ভাবে অন্যের তিবোধান হয। এই দ্বিতীয বন্ধুটি মোহনা-চাঁদের নিষ্কলঙ্ক জীবনের রাহু। গান্ধীব আত্মচরিত হইতে আমর বিস্তারিত ভাবে এই বিষযেব উল্লেখ কবিতেছি। এই ছেলেটি গান্ধীর দাদার বন্ধু ছিলেন। ইহাব দুর্ব্বলতা জানিয়াও গান্ধী বিশ্বাসী বন্ধু বলিয়া তাহার সংসর্গে আসিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন,তাহাকে সংশোধন কবিতে পাবিবেন। তাঁহার মা, বড দাদা ও স্ত্রী এই বন্ধুটীব সাথে মিশিতে নিষেধ করেন। বন্ধুর প্রবল আকর্ষণ। স্ত্রীর কথায বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটাইতে হইবে এমন স্ত্রৈন মোহনচাঁদ ছিলেন না। অন্যান্য গুরুজনদিগকে বলিলেন, আমি তাহাকে সংশোধন করিযা লইতেছি। আমি তাহার দুর্ব্বলতা জানি। তোমবা উদ্বিগ্ন হইও না।

মোহনচাঁদ বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে। নিবামিষ আহার তাঁহাদের পরিবাবে চলিয়া আসিতেছিল। এই ছেলেটী তাঁহাকে মাংস খাইবার জন্য নানারূপ যুক্তি তর্ক দেখাইতে লাগিলেন। একদিন তিনি বলিলেন, "আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে একদল গোপনে মদ্য ও মাংস খাইযা থাকে। বিদ্যালয়েব ছাত্রদিগের মধ্যেও কতকগুলি ছাত্র এইদলে আছে।" ইহা শুনিয়া গান্ধীর ক্লেশ হইল। বন্ধুটি

বুঝাইলেন, "আমরা মাংস খাই না,তাই দুর্ব্বল এবং ইংরেজেরা মাংস খায় বলিয়া সবল এবং তাই তাঁহারা আমাদের উপর রাজত্ব করিতে-ছেন। দেখ, আমি মাংস খাই বলিয়া কেমন কষ্ট সহিষ্ণু এবং দ্রুত দৌড়াইতে পারি। আমাদের শিক্ষকগণ মূর্খ নন। পরীক্ষা করিয়া দেখ, শরীর কত বলবান হয়।" গান্ধী স্বভাবতঃ দুর্ব্বল। বন্ধুটী সবল, দ্রুত দৌড়াইতে, খুব উঁচু ও লম্বা লাফ দিতে তিনি খুব ওস্তাদ ছিলেন। শারীরিক দণ্ড সহ্য করিবার তাহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। মোহনচাঁদ আবার ছিলেন ভীরু। চোর, ভূত ও সাপের ভয়ে তিনি রাত্রিতে ঘরের বাহিরে যাইতে পারিতেন না। এদিকে তাঁহার বন্ধু বলিতেন, জ্যান্ত সাপ আমি হাতের মুঠোয় ধরিতে পারি। ভূত আমি বিশ্বাস করি না। চোরকে ভয়ত করিই না। এই সব হইতেছে মাংস খাওয়ার ফল। গান্ধী মজিলেন। সবল হইব, সাহসী হইব, ইংরেজদিগকে পরাস্ত করিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে পারিব, এই বিশ্বাস লইয়া মোহনচাঁদ পিতামাতার ক্লেশ হইবে জানিয়াও মাংসাহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

সত্যই সত্যগ্রাহীর রক্ষা কবচ
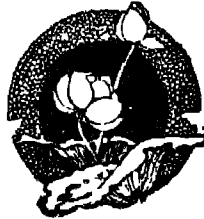
প্রথম মাংসাহারেব জন্য তাঁহাবা নদীর ধারে একটি গোপনীয় স্থানে গমন করিলেন। এখানে মাংস ও পাঁউরুটির আয়োজন ছিল। গান্ধী জীবনে আমিষ খান নাই। মাংস তাঁহাব ভাল লাগিল না। গন্ধে তাঁহার বমি আসিতে লাগিল। অপ্রবৃত্তির সহিত আহাব করিলে পবিপাক হয না। আহাবেব সময় মনের অবস্থা ভাল হওয়া চাই। পরিপাক না হইলে ভাল ঘুম হয় না এবং স্বপ্ন দর্শন হয়। গান্ধীব ঘুম হইল না। নানারূপ বিভীষিকা-ময় স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ মাংসাহার সহ্য হইতে লাগিল। খুব উত্তমরূপে রন্ধন করিয়া পবিষ্কার পাত্রে পবিবেশন হইতে লাগিল। এখন ভোজনের জন্য সুবৃহৎ ভোজনালয়ে তাঁহারা গমন করিতেন। কিন্তু এইরূপ ব্যয়সাধ্য আযোজন আর কযবার হইতে পাবে। বন্ধুরা এই টাকা জোগাইতেন। কোথায় তিনি টাকা পাইতেন গান্ধী জানিতেন না। ক্রমে মাংস সহ্য হইয়া আসিতে লাগিল। সংস্কার ত হইল, কিন্তু পিতামাতার নিকট যে মিথ্যাকথা বলিতে হয। যেদিন মাংসাহার করিতেন, সেদিন রাত্রিতে আর কিছু খাইতে পারিতেন না। মাযের নিকট বলিতেন ক্ষুধা নাই। বার ছযেক এরূপ ভোজন চলিয়া থাকিবে। সত্যগ্রাহী মোহনচাঁদ পিতামাতার কাছে মিথ্যা কথা বলিতেছেন। তাঁহার অন্তরে প্রবল সংগ্রাম উত্থিত হইল। 'জয় জয় সত্যের জয়' মোহন-

চাঁদ জিতিলেন। বন্ধুকে বলিলেন, পিতামাতা জীবিত থাকিতে আমি মাংসাহার করিতে পারিব না। মিথ্যা বলা যে অসম্ভব! সত্যই তাঁহাকে রক্ষা কবিল।

ইহা অপেক্ষা গুরুতর পরীক্ষা আরম্ভ হইল। বন্ধু মোহনচাঁদকে এক পতিতাব গৃহে লইয়া গেলেন। কি ভীষণ পরীক্ষা! মহাত্মার শুভ্র জীবন বুঝি কলঙ্কিত হয়। ভগবান্ ব্যতীত কে তাঁহাকে রক্ষা করে। অবশেষে মোহনচাঁদ রক্ষা পাইলেন। সেই বিভৎস স্থানে মোহনচাঁদের সকল শক্তি লুপ্ত হইল, তিনি কথা বলিতে পাবিলেন না। তাঁহাকে বিদ্রূপ করিযা বাহির করিয়া দেওযা হইল। মিথ্যা পৌরুষ তাঁহাকে ঘা দিতে লাগিল। সে বলিল কী দুর্ব্বলতা! কী বোকা! কিন্তু পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বব তাঁহাকে বক্ষা করিলেন। দযাময় তাঁহার দুর্ভেদ্য কবচে তাঁহাকে আবেষ্টন কবিযা বাহিরে আনিলেন। আমাদের পাপের তুলনায় তাঁহার দযা অসীম।

বন্ধুর প্ররোচনায় মোহনচাঁদ এই সমযে স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। হায! হায়! কস্তুরী বাইর কি ক্লেশ! মোহনচাঁদেব অহিংস নীতি স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ ভবিষ্যতে দূর করিতে সমর্থ করিয়াছিল। মোহনচাঁদ কিন্তু এই অপরাধ হইতে আপনাকে মুক্ত ভাবিতে পারেন নাই। না পারারই কথা। পৃথিবীতে যাঁহার শত্রু নাই, অহিংসা যাঁহার মূলমন্ত্র, তিনি কিরূপে সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি এই অন্যায় সহ্য করিবেন?

কু-সঙ্গের শোচনীয় পরিণাম

ছাত্র জীবনে যে সকল কু অভ্যাস আসিয়া জোটে, ধূমপান তন্মধ্যে একটি। সাধারণতঃ বয়স্কদিগের অনুকরণেই বালকগণ এই অভ্যাসের বশবর্ত্তী হয়। মোহনচাঁদের মামা ধূমপান করিতেন। মাংসাহারের ন্যায় ধূমপানে কোনও উপকারিতা আছে, ইহা মোহনচাঁদ শোনেন নাই। চুরুটের গন্ধেও তিনি মোহিত হন নাই। মুখ হইতে চুরুটের ধোঁয়া বাহির করাব একটা বাহাদুরী আছে, ইহা মনে করিয়াই মোহনচাঁদ মাতুলের অনুকরণ আরম্ভ করিলেন। তাঁহাব সঙ্গী জুটিলেন একটি আত্মীয। হাতে পয়সা নাই। মাতুল যে চুরুট খাইযা টুকরা গুলি ফেলিয়া দিতেন, তাহাই তাঁহারা তুলিয়া খাইতেন। ক্রমে অভ্যাসের দাস হইযা উঠিলেন। চাকরদের পকেট হইতে খবচের পয়সা চুবি করিয়া চুরুট ও বিড়ি কিনিতে লাগিলেন। এই চোরাই পযসা দিযা বিড়ি কিনিয়া লুকাইয়া খাইতে আবম্ভ করিলেন। চুরুটের অভাবে তাঁহারা এক প্রকার গাছের ফাঁপা ডাটাগুলি চুরুটেব মত খাইতেন। স্বাধীন নই বলিয়া চুরুট খাইতে পারি না, এই চিন্তা তাহাদেব অসহণীয় হইয়া উঠিল। তাঁহারা আত্মহত্যা করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। বনে বাদাড়ে ঘুরিয়া ধুতুরা বীজ সংগ্রহ করিলেন। সন্ধ্যার সময় সঙ্কল্প পূর্ণ করিবেন মনে করিয়া তাঁহারা কেদারজীর মন্দিরে যাইয়া দেবতা দর্শন করিলেন। ক্রমে মরিতে ভয় হইল। তবুও দুই একটা বীজ

খাইলেন। মৃত্যু ভয়ে আর বেশী খাইতে পারিলেন না। আত্মহত্যা চিন্তার ফলে ধূমপান চিরদিনের জন্য বন্ধ হইল। কিন্তু যে ধূম-পান আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে, সেই বিষ পানের জন্য এখনও কত বালক লালায়িত।

ইহার পর তিনি আরো গুরুতর একটি অপকর্ম্ম করিলেন। মোহনচাঁদের এক দাদা মাংস খাইতেন। তিনি ২৫ টাকা ধার করিয়া ফেলেন। টাকা শোধ দিবার তাঁহার কোন উপায় ছিল না। তাঁহার হাতে একটি সোনার বাজুবন্ধ ছিল। মোহনচাঁদ তাহা হইতে এক টুকরা সোনা কাটিয়া লইলেন। কি শোচনীয় অধঃপতন। বিবেক গান্ধীকে দংশন করিতে লাগিল। তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। অবশেষে একখানি চিঠিতে পিতার নিকট সকল কথা লিখিয়া প্রকাশ করিলেন। তাঁহার পিতার তখন বড় অসুখ। তিনি চিঠি পড়িলেন। তাঁহার অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি কিছু বলিলেন না। তিনি যে কিছু বলিলেন না, তিনি যে কাঁদিলেন এই স্নেহের শাসন গান্ধীর অসহ্য হইল। তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অনুতাপের গঙ্গায় গান্ধীর জীবন পবিত্র ও শুভ্র হইল। তিনি প্রেমের শক্তির প্রকৃত পরিচয় অনুভব করিলেন। অহিংস মন্ত্রে তাঁহার দীক্ষা হইয়া গেল। এই অহিংস মন্ত্রই নব-যুগের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। যুগে যুগে ইহার পরীক্ষা হইয়াছে সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান যুগেই ইহার সর্ব্বপ্রধান পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। প্রেমের জগতে ইহা অপেক্ষা মহৎ আর কী আছে?

পিতার মৃত্যু

মোহনচাঁদের পিতা ভগন্দর রোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার মাতা, একটি পুরাতন ভৃত্য ও মোহনচাঁদ তাঁহার সেবা করিতেন। ঘা ধোয়ান, ঔষধ দেওয়া, ঔষধ মিশান এই সব মোহনচাঁদকে করিতে হইত। পিতা যতক্ষণ না ঘুমাইতেন অথবা মোহনচাঁদকে শুইতে যাইতে না বলিতেন, রাত্রিতে ততক্ষণ তিনি শয্যার পার্শ্বে বসিয়া পা টিপিয়া দিতেন। পিতার সেবা করিতে তাহার ভাল লাগিত। বিদ্যালয় হইতে আসিয়া তিনি যে পিতার সেবা করিতেন ইহা আমরা জানি। আজকাল দেখা যায়, ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের পরে গৃহে আসিয়া জলযোগের পর বাহির হইয়া যায়। ফুটবল, ক্রীকেট প্রভৃতি খেলায় যোগদান বাড়ীর অতি প্রয়োজনীয় কাজ হইতেও অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সকল খেলা দেখার জন্যও অনেক সময় ব্যয়িত হয়। বাড়ীতে কাহারও পীড়া হইলেও ছেলেদের কেহ কেহ বাহিরে না যাইয়া পারে না। মোহনচাঁদের পিতৃসেবা আমাদিগের নিকট এক উচ্চ আদর্শ আনিয়া দেয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মোহনচাঁদকে বাল্যকালেই বিবাহ করিতে হইয়াছিল। চিকিৎসকগণ বাল্য-বিবাহের বিষময় ফল বর্ণনা করিয়া থাকেন। আর্য্যযুগে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। ব্রহ্মচর্য্য তখন কঠোর ছিল। ছাত্রগণকে গুরুগৃহে বাস করিতে হইত। ছাত্র জীবন ও গার্হস্থ্য জীবন একসঙ্গে

চলিত না। মোহনচাঁদ বাল্যবিবাহের শোচনীয় পরিণাম আত্ম-জীবনে বর্ণনা করিয়াছেন। মোহনচাঁদের ন্যায় সংযমশীল ব্যক্তির সে সময়কাব অসংযম শোকাবহ।

করমচাঁদ গান্ধীর বোগ বৃদ্ধি হইল। বোম্বাইএর সাহেব ডাক্তার তাঁহার ভগন্দর পরীক্ষা করিযা অস্ত্রোপচার করিতে বলিলেন। তাহা হইল না। কারণ তাহাতে বৈষ্ণবোচিত বাহ্য শুচিতা রক্ষিত হইবে না। বিছানায় মল মূত্র ত্যাগ করিতে হইবে, ইহাও হয়ত এক বিশেষ অন্তবায় হইয়া দাঁড়াইল।

শরীব দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহাদিগের পারিবাবিক কবিরাজও তাহা অনুমোদন কবিলেন না। ক্রমে অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল। রাজকোট হইতে তাঁহার ছোট ভাই আসিলেন। শেষের দিন নিকটে আসিল। গান্ধীব কাকা ভাইএব বিছানায় সর্ব্বদা বসিয়া থাকিতেন। পিতাব মৃত্যুর বাত্রিতে দশ ঘটিকা কি সাড়ে দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত মোহনচাঁদ পদসেবা করিতেছিলেন। তাঁহার কাকা বলিলেন, তুমি শুইতে যাও। গান্ধী শুইতে গেলেন। তিনি শুইতে যাইবাব ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই সব শেষ হইয়া গেল। মৃত্যুকালে পিতার কাছে থাকিতে পারিলেন না,এই ক্লেশ গান্ধী জীবনে ভুলিতে পারেন নাই।

বিলাত যাত্রার আয়োজন

১৮৮৭ খৃঃ অব্দে মোহনচাঁদ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। সে সময় আহাম্মদাবাদ ও বোম্বাই এই দুই কেন্দ্রে পরীক্ষা হইত। রাজকোট হইতে আহাম্মদাবাদ অপেক্ষাকৃত অল্প দূর ও তথায় খরচ কম। এই জন্য মোহনচাঁদ আহাম্মদাবাদে পরীক্ষা দেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া তিনি ভবনগর কলেজে ভর্ত্তি হন। অধ্যাপকদিগের পাঠদান মোহনচাঁদের উপকারে আসিত না। তিনি কাঁচা ছিলেন। আত্মচরিতে গান্ধী অধ্যাপকদিগের প্রশংসা ও নিজের নিন্দা করিয়াছেন। নিজের দোষ অধ্যাপকদিগের ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা করেন নাই। প্রথম ছুটীতে মোহনচাঁদ বাড়ী আসিলেন।

যোশীজী নামে গান্ধী পরিবারের একটি হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তিনি এই বন্ধে আসিয়া গান্ধীকে বিলাত যাইতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন বি, এ, পাশ করিয়া বি, এল, পড়িতে আট নয় বৎসর গৌণ হইবে। এতদিনে মোহনচাঁদের পিতার গদিতে বসিবার উপযুক্ত বহুলোক জুটিয়া যাইবে। ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিলে অল্পদিনের মধ্যেই দেওয়ানীর উপযুক্ত শিক্ষা হইবে। যোশীজী গান্ধীর নিকট এই প্রস্তাব করা মাত্র তিনি রাজী হইলেন। মোহন-চাঁদ বিলাত হইতে ডাক্তার হইয়া আসিবেন মনে করিলেন, কিন্তু ডাক্তার হইলে দেওয়ানী মিলিবে না, তাই তাহাকে ব্যারিষ্টারী

পড়িতে হইবে স্থির হইল। মোহনচাঁদের মা ও দাদা এই বিষয় লইয়া চিন্তায় পড়িলেন। তাঁহার মার মনে বড় ভয়, পাছে বিলাতে যাইয়া ছেলে বিগড়াইয়া যায়। তিনি অবশেষে কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিলেন 'তোমার কাকার মত চাই'। দাদা টাকার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজকোটের পলিটিক্যাল এজেণ্ট সাহেব এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন মনে করিয়া গান্ধী তাঁহার দ্বারস্থ হইলেন। কিন্তু সাহায্য মিলিল না। তাঁহার কাকা তীর্থ ভ্রমণে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের বাহিরের দিকেই ত আমাদের দৃষ্টি।

তিনি মোহনচাঁদকে বলিলেন, 'আমার জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে, আমি তোমাকে বিলাত যাইতে পরামর্শ দিতে পারি না। তবে তোমার মা অনুমতি দিলে তুমি বিলাত যাইতে পার, আমি বাধা দিব না।

মায়ের আশঙ্কা আর যায় না। অবশেষে পরিবারের জনৈক হিতাকাঙ্ক্ষী যোশীজী স্বামী মোহনচাঁদের সহায় হইলেন। এই জৈন সাধুর মত হইল। তাঁহার মা তাঁহাকে বিলাতে যাইয়া মদ্য, মাংস ও স্ত্রীলোক স্পর্শ করিতে পারিবে না এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়া বিলাত যাত্রার অনুমতি দিলেন। মায়ের এই ভবিষ্যৎ চিন্তা এবং মতের দৃঢ়তাই মোহনচাঁদকে বিলাতে রক্ষা করিয়াছিল। এই প্রতিজ্ঞা ত্রয়ী তাঁহার লৌহনির্ম্মিত বর্ম্ম। আমরা স্থানান্তরে ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

একঘরে

মায়ের অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ লইয়া গান্ধী বোম্বাই অভিমুখে রওনা হইলেন। সেখানে পৌঁছিলে তিনি জানিতে পারিলেন বর্ষাকালে সমুদ্রযাত্রা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে শীতকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন। একখানি জাহাজ ঝড়ে ডুবিয়া গিয়াছে এমন সংবাদও শোনা গেল। মোহন-চাঁদের দাদার মন খারাপ হইয়া গেল। তিনি ভাইটিকে কোন বন্ধুর বাড়ীতে রাখিয়া রাজকোটে ফিরিয়া গেলেন। টাকা পয়সা জনৈক আত্মীয়ের নিকট রহিল। এদিকে গান্ধীর স্বজাতিগণ এক সভা করিলেন। ইহার পূর্ব্বে কোন বানিয়া বিলাতে যায় নাই। ভারতবাসী গতানুগতিক। শেঠজী মোহনচাঁদকে বলিলেন, সমুদ্র যাত্রা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, বিলাতে নিষিদ্ধ খাদ্য ভোজন করিতে হয়। মোহন-চাঁদ বলিলেন, 'আমি সমুদ্রযাত্রা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ মনে করি না। সেখানে আমি শিক্ষার জন্য যাইতেছি। নিষিদ্ধ খাদ্য আমি গ্রহণ করিব না, মায়ের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। শেঠজী বলিলেন, 'তোমার পিতার সহিত আমার কি রকম সম্বন্ধ ছিল তাহা তুমি জান, আমার কথা তোমার শোনা উচিত।' মোহনচাঁদ উত্তর করিলেন, 'হাঁ আমি সকলই জানি, কিন্তু জনৈক ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ, যিনি পিতার বিশেষ বন্ধু ও পরামর্শ দাতা ছিলেন, তিনি আমাকে যাইতে বলিয়াছেন। আমার মা ও ভাইএর অনুমতিও পাইয়াছি। আমি আশা করি,

আমার স্বজাতীয়গণ আমাকে বাধা দিবেন না।' শেঠজী কোপিত হইলেন। এইবার মোহনচাঁদকে একঘরে কবিলেন। মোহনচাঁদ এই ঘটনায় তাড়াতাড়ি বিলাত যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। জুনাগড়ের এক উকিল ৪ঠা সেপ্টেম্বর বিলাত রওনা হইবেন শুনিয়া গান্ধী দাদাকে তাব করিলেন। আত্মীযটীর কাছে টাকা চাহিতেই তিনি বলিলেন, তিনি একঘরে হইতে পাবেন না। অগত্যা বন্ধুর সাহায্যে ধার কবিযা তিনি যাত্রার আযোজন কবিলেন। জাহাজে বার্থ বিজার্ভ কবা হইল। তিনি ৪ঠা সেপ্টেম্বর বিলাত রওনা হইলেন। জুনাগড়েব এই উকিলটিব নাম ত্র্যম্যক রায় মজমুদাব।

বিলাতে

গান্ধীকে সমুদ্র পীড়া ভোগ করিতে হয় নাই। মোহনচাঁদ লাজুক। তাহাতে আবাব তাঁহার ইংরেজী বলিবার অভ্যাস নাই। দ্বিতীয সেলুনে মিঃ মজমুদার ছাড়া সকলেই সাহেব। মোহনচাঁদ তাহাদের কথা বার্ত্তা বুঝিতেন না,বুঝিলেও উত্তব দিতে পারিতেন না। তিনি কাটাচামচেব ব্যবহাব জানিতেন না এবং কোন কোন খাবারে মাংস দেওযা হইযাছে জিজ্ঞাসা করিতে সাহসও তাহার হইত না। তাই মোহনচাঁদ টেবিলে খাইতেন না। সঙ্গে যা মিষ্টদ্রব্য ও ফল ছিল ক্যাবিনে বসিযা তাহাই খাইতেন। সারাদিন তিনি বড বাহির হইতেন না। মিঃ মজমুদার বলিতেন, ব্যারিষ্টারের মুখ থাকা দবকাব। তিনি ভুল হউক, আর শুদ্ধ হউক, গান্ধীকে ইংরেজী বলা অভ্যাস করিতে বলিতেন।

একটি সাহেব মোহনচাঁদের সহিত স্বেচ্ছায় আলাপ করিলেন। তিনিও গান্ধীকে টেবিলে খাইতে অনুরোধ করিলেন। গান্ধী মাংস খান না শুনিয়া বলিলেন আমরা এখন লোহিত সমুদ্রে। বিস্কে উপসাগরে গেলে তোমাকে মত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। বিলাতে এত শীত যে সেখানে মাংস না খাইলে লোক বাঁচে না। গান্ধী বলিলেন, বিলাতেও কেহ কেহ মাংস খান না। সাহেব উহা বাজে কথা বলিযা উড়াইয়া দিলেন এবং বলিলেন 'দেখ না আমি মদ খাই, কিন্তু তোমাকে ত তাহা খাইতে বলিতেছি না।' গান্ধী মাযের নিকট

প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন, তাহা ভাঙ্গিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। বিস্কে উপসাগর আসিল। মোহনচাঁদ মাংস খাইবার প্রয়োজন অনুভব কবিলেন না।

ক্রমে জাহাজ সাউথামটনে আসিযা পৌঁছিল। সাদা পোষাক শোভন হইবে ভাবিযা মোহনচাঁদ ফ্লানেলের স্যুট পবিযা ডাঙ্গায নামিলেন। বিলাতে তখনও শীত পড়ে নাই। ডাঃ মেটা, শ্রীযুক্ত শুক্ল, বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোযার রনজিৎ সিং এবং প্রবীণ রাজনৈতিক ভাবতীয কংগ্রেসেব অন্যতম নাযক দাদাভাই নৌবজীব নামে পরিচয পত্র ছিল। সাউথামটন হইতে মোহনচাঁদ মেটাকে তাব কবিলেন। যে গান্ধী আজ হাটু পর্য্যন্ত খদ্দব পবেন, তিনি পোষাকেব রং সবার সঙ্গে মিলিতেছে না দেখিযা লজ্জায যেন মবিযা যাইতে লাগিলেন; কিন্তু জিনিষ পত্র গ্রিণ্ডলে কোম্পানীব জিম্মায় ছিল। শনিবার তিনি নামিযাছেন, ববিবার বন্ধ। সোমবাবের পূর্ব্বে পোষাক বদলাইবার উপায নাই। কিছুদিন তিনি ফ্যাসানের দাস হইযা ছিলেন। আমবা পবে জানিতে পাবিব। মিঃ মজমুদার ও তিনি বিলাতের প্রসিদ্ধ ভিক্টোরিয়া হোটেলে উঠিলেন। পরদিন রাত্রি ৮টায় মেটা আসিলেন। তিনি হোটেলে না থাকিয়া কোন গৃহস্থের বাড়ীতে থাকিতে উপদেশ দিলেন।

হোটেলে খরচ বড বেশী পডিতে লাগিল। জনৈক সিন্ধী তাহাদিগের জন্য ঘর ভাড়া কবিয়া দিলেন। বিলাতী খানা মোহনচাঁদের রুচিকর হইত না। বিদেশে তাঁহার নানারূপ ক্লেশ হইতে

লাগিল। দেশের কথা ও মায়ের কথা সর্ব্বদাই তাঁহার মনে হইত। আদব কায়দা, খাওয়া দাওয়া সবই নূতন, তাহাতে আবার মাংস খাওয়ার উপায় নাই। গান্ধী খুব অসুবিধায় পড়িলেন। কিন্তু ফিরিয়া ত যাইতে পারেন না।
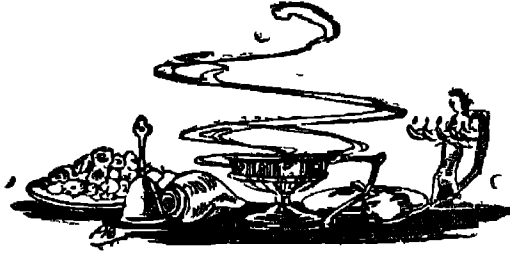
নূতন রুচি

ডাক্তার মেটা মোহনচাঁদকে সেখানকার জীবন যাত্রার সঙ্গে পরিচিত হইবার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিলেন এবং কাহারও বাড়ীর নাম করিলেন। মেটা তাঁহাকে সে বাটীতে নিজে লইয়া গেলেন। মোহনচাঁদ আত্মচরিতে বিলাতের এই বন্ধুটীর নাম উল্লেখ করেন নাই। এখানে তিনি ইংরেজী আদব কায়দা শিখিলেন, এবং ইংরেজীতে কথা বলিতে শিখিলেন। গৃহস্বামীনী সে দেশে নিরামিষ যে সকল খাদ্য চলিত আছে, তাহা তৈয়ারী করিয়া দিতেন। মোহনচাঁদের পেট ভরিত না। বন্ধু মাংসাহারের জন্য অনেক যুক্তি তর্কের অবতারণা করিতেন; মোহনচাঁদ তাহার উত্তর দিতে পারিতেন না, কিন্তু মায়ের নিকট যে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া মাংস স্পর্শ করিতেন না। আত্মরক্ষার জন্য তিনি প্রার্থণা করিতেন।

ইহার পর ওয়েষ্ট কেনসিংটনে একটি ভদ্র পরিবারে মোহন-চাঁদের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। টাকা দিয়া বিলাতে অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে ছেলেরা থাকেন। ইহাতে খরচ কম পড়ে এবং পরিবারে থাকাতে বাড়ীর গৃহিণীর আদর যত্ন লাভ করা যায়। আমাদের দেশে ছাত্রদিগকে বিনা ব্যয়ে খাইতে দেওয়া পূর্ব্বে সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে তাহা উঠিয়া যাইতেছে। এই পরিবারটি পূর্ব্বে

ভাবতে ছিলেন। পরিবারের কর্ত্রী ছিলেন বিধবা। এখানেও খাওয়ার কষ্ট হইতে লাগিল। বৃদ্ধা খোঁজ খবর লইতেন। তাঁহার দুইটী মেয়ে ছিল। মেয়েরা দুই এক টুকরা রুটিও গান্ধীর পাতে ফেলিয়া দিত। ইহাতেও ক্ষুধার নিবৃত্তি হইত না। সমস্ত রুটিটি খাইলে হয়ত তাঁহার পেট ভরিত। লজ্জায় মোহনচাঁদ তাহাও বলিতে পারিতেন না।

মোহনচাঁদ দেশে ইংরেজী সংবাদপত্রও পাঠ করেন নাই। এখানে শুক্লের পরামর্শে সংবাদপত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন লণ্ডনে কয়েকটি নিরামিষ হোটেল আছে। পেটের ক্ষুধায় কোনও সামান্য রুটিওয়ালার দোকানে গিয়া রুটি কিনিয়া খাইতেন, কিন্তু তাহাতে কি তৃপ্তি হয়? ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন তিনি ফ্যারিংডন ষ্ট্রীটে এক নিরামিষ ভোজনালয়ে উপস্থিত হইলেন। আজ বিলাতে আসিয়া তিনি পেট ভরিয়া আহার করিলেন এবং পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। গান্ধী মায়ের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন বলিয়াই মাংস খাইতেন না। ভারতবাসী মাংস খাইয়া সবল হউক, এই ইচ্ছা তিনি পোষণ করিতেন। এই ভোজনালয়ে নিরামিষ ভক্ষণের সমর্থন সূচক একখানি বই পাওয়া গেল। এইবার গান্ধী নিরামিষ ভোজনের পক্ষের যুক্তিগুলি আয়ত্ত করিলেন, এবং নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন।

———

সাহেবী চাল

এই সময়ে গান্ধী কয়েকখানি নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী পুস্তক পড়িলেন। ক্রমেই তিনি নিরামিষ আহার স্বাস্থ্য ও অধ্যাত্মজীবন লাভের সহায় মনে করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার বন্ধু হাল ছাড়িলেন না। একবার থিয়েটার দেখিবার নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে লইয়া তিনি কোন বৃহৎ ভোজনালয়ে প্রবেশ করেন। সেখানে 'সূপ' (সূরুয়া) পরিবেশন করা হইল। গান্ধী ওয়েটারকে জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া ডাকিলেন, বন্ধু বিরক্ত হইলেন। মোহনচাঁদ যাহা ভাল বোঝেন তাহা করিতে পশ্চাৎপদ কখনও হন না। তিনি সেদিন অনাহারে থাকিলেন। তবুও মাংস স্পর্শ করিলেন না। মাংস না খাওয়ায় বন্ধুবর মোহনচাঁদ গ্রাম্য থাকিবেন আশঙ্কা করিয়াছিলেন। গান্ধী যেন সভ্য হইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। হায়। বিদেশী সভ্যতায় কি মোহ। যে মহাত্মা আজ হাঁটু পর্য্যন্ত খদ্দর পরিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন, তিনি আর্ম্মি ও নেভি ষ্টোরে ফরমায়েস দিয়া পোষাক তৈরী করাই-লেন। চিমনির মত একটি টুপি কিনিয়া তাহার পেছনে প্রায় ১৪।১৫ টাকা খরচ করিয়া ফেলিলেন। তার পর পুরা সাহেব হইবার জন্য প্রায় ১৫০ টাকা খরচ করিয়া এক সেট পোষাক বানাইয়া লইলেন। গলায় 'টাই' বাঁধিতেও তাঁর দশ মিনিট লাগিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে টেরীও কাটিতেন। তারপর নাচ,

ফরাসী ভাষা, বেহালা বাজান এই সব অভ্যাস করিবার জন্য কতক-গুলি টাকা খরচ করিয়া বসিলেন। আবৃত্তি শিখিয়া বক্তা হইবার জন্যও টাকা ব্যয় করিতে দ্বিধা করিলেন না।

আমাদের সৌভাগ্য গান্ধীর সাহেবীচাল বেশী দিন চলে নাই। তিনি যে বিদ্যার্থী এ কথা স্মরণ হইল। যেই তিনি বুঝিলেন এই সকল জঞ্জাল, অমনি তাহা ছাড়িয়া দিলেন। হায়! আমাদের দেশের কত শিক্ষার্থী বিলাতী সভ্যতার মোহে পিতামাতার অর্থ ধ্বংস ও নিজের সর্ব্বনাশ করিয়া বিলাত হইতে ফিরিয়া আসে।

ছাত্র

এবার তিনি প্রকৃত ছাত্র হইলেন। এতদিন তিনি এক গৃহস্থ বাটীতে ছিলেন। সেখানে তাঁহাকে সাপ্তাহিক খরচ দিতে হইত। বিলাতী সভ্যতা হিসাবে সে বাড়ীর লোকদিগকে লইয়া তিনি মাঝে মাঝে রেস্তরাঁইতে যাইতেন। ইহার গাড়ী ভাড়া তিনিই দিতেন। বাহিরে খাইলেও পয়সা খরচ হইত। এখন তিনি পৃথক স্থানে ঘর ভাড়া করিয়া থাকিবেন এবং নিজে রান্না করিয়া খাইবেন স্থির করিলেন। দুইটী ঘর ভাড়া লইয়া তিনি গৃহস্থ পরিবার হইতে উঠিয়া গেলেন। বিলাতে অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ্ দুইটী খুব বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়। গান্ধীর ব্যারিষ্টারী ছাড়া সাধারণ জ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছাও প্রবল হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে খরচ অনেক, বিশেষতঃ সময়ও বেশী লাগে। তাই তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার জন্য পড়িতে লাগিলেন। তাহাকে দুইটী নূতন ভাষা পড়িতে হইল। তিনি ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করিলেন। সময় বড় অল্প, পরীক্ষার মাত্র পাঁচ মাস বাকি। তিনি খুব পরিশ্রম করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দুঃখের বিষয় তিনি ল্যাটিন ভাষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। এবার তিনি জীবনযাত্রা আরও সরল করিলেন। বিজ্ঞান শিখিতে আরম্ভ করিলেন। ছয় মাস পরে ল্যাটিন, ফরাসী ও বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হইলেন। গান্ধী লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ হইলেন।

অসত্যের বিষ

আজকাল বিলাত যাওয়া খুব সহজ হইয়াছে। প্রতি বৎসর বহু ছাত্র বিলাতের কোন উপাধি লইবার জন্য বিলাত যাইতেছেন। রাজা, মহারাজা ও ধনীলোকেরা বিলাত ঘুরিয়া আসিতেছেন। মেয়েরাও কেহ কেহ বিলাত ফেরৎ। গান্ধীর সময় অবশ্য এত লোক বিলাত যাইত না। কিন্তু সে সময় যে সকল যুবক বিলাত যাইত, তাহারা অনেকে বিবাহিত হইয়াও সে দেশে অবিবাহিত বলিয়া পরিচিত হইত। ইংলণ্ডে বাল্য-বিবাহ নাই। সেখানে বিবাহিত ছাত্রও নাই। কাজেই আমাদের দেশের বিবাহিত যুবকেরা সেখানে বিবাহ হইয়াছে বলিতে লজ্জিত হইত। সে দেশে যুবক যুবতী মেলামেশা করে এবং পরিচয় ভালবাসায় পরিণত হইলে বিবাহও হয়। আমাদের যুবকেরাও সেদেশে যাইয়া মেয়েদের সহিত মিশিতেন। মহাত্মা এই ইংলণ্ডের যুবক যুবতীদের মেলা মেশায় কোন দোষ দেখেন নাই, কিন্তু আমাদের দেশের যুবকদিগের পক্ষে উহা বর্জ্জনীয় বলিয়াছেন।

গান্ধী নিজেও কুহকে পড়িয়া অবিবাহিত বলিয়া চলিতে লাগিলেন। সাধারণতঃ তিনি লাজুক ছিলেন, কাজেই অনেকটা রক্ষা। গান্ধী যে পরিবারে বাস করিতেন, সে পরিবারে মেয়েদের সঙ্গে বেড়াইতে যাইয়া একবার এক তরুণীর সঙ্গে পাহাড়ে উঠিলেন। তরুণী প্রজাপতির মত বেড়াইতে লাগিলেন, বিদ্যুৎবেগে

পাহাড় হইতে নামিলেন, গল্প গুজবেও বেশ অগ্রসর। গান্ধী ঈশ্বর কৃপায় নিজকে বাঁচাইয়া চলিতে সমর্থ হইলেন।

আর একবার ব্রাইটনে সমুদ্র তীরে বেড়াইতে যাইয়া কোন এক হোটেলে একটি ধনী বিধবার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। হোটেলের খাদ্যের নামগুলি ফরাসী ভাষায় লিখিত ছিল বলিয়া তিনি মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন, পাছে মাংসাহার করিয়া ফেলেন এই জন্য তিনি কোন খাদ্য পাঠাইবার আদেশ দেন নাই। মহিলাটি তাঁহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করেন। ক্রমে পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হইল।

তিনি গান্ধীকে অনেক যুবতীর সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। ইহাদিগের মধ্যে একটি তরুণীর সহিত গান্ধীর বেশ আলাপ হইয়া গেল। বৃদ্ধা গান্ধীকে প্রতি রবিবার নিমন্ত্রণ করিতেন। মহিলাটি মাঝে মাঝে তাহাদিগকে রাখিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেন। বৃদ্ধার ইচ্ছা ছিল ইহাদিগের পরিচয় ভালবাসায় পরিণত হয়। গান্ধীরও মেয়েটীকে বেশ ভাল লাগিত।

গান্ধী কিন্তু নিজেকে হারাইলেন না। তিনি যে বিবাহিত, একথা মুখে বলিতে তাঁহার লজ্জা হইল, না বলিলেও ত চলে না। তিনি বৃদ্ধা মহিলাকে চিঠি লিখিলেন—সকল কথা খুলিয়া লিখিলেন। সরল ও অকপট এই চিঠিখানি পড়িয়া বৃদ্ধা অসুখী হইলেন না; রবিবারের নিমন্ত্রণ বহাল রহিল। গান্ধীর মাথা হইতেও অসত্যের বোঝা নামিয়া গেল।

ধর্ম্ম-জীবন

'যুবা বয়সে ধর্ম্মশীল হইবে' আমাদের শাস্ত্রের এইরূপই আদেশ। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে ধর্ম্মশিক্ষার স্থান নাই। মহাত্মার আত্মচরিতে তাঁহার ধর্ম্মের সহিত কি করিয়া পরিচয় হইল, তাহা তিনি সরল ভাবেই লিখিয়াছেন। ধর্ম্মের উৎপত্তি ও ভিত্তি লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ ভূতের ভয় হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি বলিয়াছেন। কতকটা ভূতের ভয় হইতেই গান্ধীর ধর্ম্ম জীবনের সূচনা হয়। বাল্যকালে তিনি ভূতের ভয় করিতেন একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বৈষ্ণব বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার মা মন্দিরে যাইতেন, একথাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু গান্ধীর ধর্ম্ম অন্তরের জিনিস। মন্দিরের বাহ্য আড়ম্বর তাঁহার অন্তরে ছাপ দিতে পারে নাই। মন্দিরে যাহা তিনি পান নাই, তাঁহার ধাত্রী রম্ভার নিকট তাহা পাইয়াছিলেন। রাম নামে ভূতের ভয় থাকে না, রম্ভার নিকট তিনি শুনিলেন। রম্ভা তাঁহাদিগকে বড় ভাল বাসিতেন, রম্ভার প্রতি ভালবাসার জন্যই গান্ধী রামনাম জপ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তুলসীদাসের রামায়ণ অপূর্ব্ব ভক্তিগ্রন্থ। পোরবন্দরে বাস করিবার সময় রামজীর মন্দিরে রামায়ণ পাঠ হইত। পাঠক রামায়ণের কাব্যরসে বিভোর হইয়া যাইতেন। তাঁহার পাঠ শ্রবণ করিয়া গান্ধী মুগ্ধ হইতেন। প্রথম বয়সে রামায়ণ পাঠেই তাঁহার মনে এক পবিত্র ছাপ পড়ে।

গান্ধীর পিতার নিকট বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আচার্য্য আসিতেন। আচার্য্যগণ ধর্ম্ম বিষয়ক কথাবার্ত্তা বলিতেন। গান্ধী পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতেন, আর এই সকল পারমার্থিক আলোচনা শুনিতেন ; এই ভাবে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়কে সমান চক্ষে দেখিবার অভ্যাস হইয়া গেল।

বিলাতে তুইটী ব্রহ্মবাদী বন্ধু এডুইন আরনল্ডের গীতার অনুবাদ পড়িতেছিলেন। তাঁহারা গান্ধীকে মূল সংস্কৃত গীতা পড়িতে অনুরোধ করিলেন। মহাত্মার গীতার সহিত এই প্রথম পরিচয়। গীতার একটি শ্লোক তাঁহার মনে এক নূতন সুর সঞ্চার করিল। আসক্তি যে সকল দুঃখের মূল ও অনাসক্তি যে মুক্তি—ইহাই আজ গান্ধী প্রচার করিতেছেন। ত্যাগেই তিনি আজ জগৎবরেণ্য। এই সময় তিনি বুদ্ধচরিত পড়িলেন। একটি ধার্ম্মিক খ্রীষ্টানের সহিতও তাঁহার পরিচয় হইল। নূতন সুসমাচারে তিনি যীশুর শৈলশেখরের ধর্ম্মোপদেশ পড়িলেন। পড়িয়া মুগ্ধ হইলেন। 'অন্যায়ের ঘায় অন্যায়ের প্রতীকার হয় না' এই সত্য তিনি লাভ করিলেন। আজও তিনি এই সত্যের উপরই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

গান্ধী নিরামিষ ভোজন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। নিরামিষ ভোজীদিগের সভা সমিতিতে যোগ দিতেন এবং নিরামিষ ভোজন প্রচার করিতেন। নিরামিষ ভোজীদিগের একটি সম্মিলনে যাইয়া তিনি একবার এমন একটি স্থানে অতিথি হইয়াছিলেন, যেখান

হইতে চরিত্র লইয়া ফিরিয়া আসা সুকঠিন। 'নির্ব্বলের বল রাম', গান্ধীকে ভগবান রক্ষা করিলেন।

আত্মচরিতে তিনি লিখিয়াছেন—কি আধ্যাত্মিক জীবনে, কি ওকালতীতে, কি রাজনীতিতে, কি প্রতিষ্ঠান পরিচালনে, সর্ব্বত্র ভগবান আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। সকল আশা যখন ফুরায় সাহায্যকারীর সাহায্য ও সহানুভূতিরও যখন অভাব হয়, তখন কোথা হইতে যে সাহায্য আসে, আমি জানিনা। ভগবানের স্তুতি, আরাধনা, প্রার্থনা কুসংস্কার নহে। পান ভোজন ও চলা ফেরা হইতেও ইহা অধিকতর সত্য। উহাই একমাত্র সত্য, আর সব মিথ্যা, একথা বলিলে অতিশয়োক্তি হইবেনা।

ব্যারিষ্টারী

গান্ধী ব্যারিস্টাব হইতে বিলাতে গিযাছিলেন। ব্যাবিষ্টারী পাশ কবা বড কঠিন নহে। সেকালে আমাদেব দেশে যাঁহাদের কিছু হইত না, তাঁহাবাও বিলাতে যাইযা ব্যাবিষ্টাব হইযা আসিতেন। ১২টি টর্মে (এক একটি বৎসব ৪টর্মে বিভক্ত) পড়িতে হইত। পড়া অর্থ ভোজে উপস্থিত থাকা। ভোজ দিযা ব্যাবিস্টাব হয়, এই কথা একেবাবে মিথ্যা নহে। এক একটি টর্মে ২৪টি ভোজ হইত, তন্মধ্যে ৬টিতে উপস্থিত থাকা প্রযোজন।

ভোজে নানা সুস্বাদু খাদ্য ও মদ্য পবিবেশন হইত। গান্ধী মদ খাইতেন না। কাজেই তাঁহাব টেবিলে খাইবাব জন্য ছেলে জুটিত বেশী। ৪জন এক সঙ্গে খাইবার নিযম। তিনজনে ৪জনেব মদ খাইবেন, তাই কে কাব আগে গান্ধীব সঙ্গে জুটিবেন ভাবিতেন। কোন কোন দিন আবাব বাছা বাছা মদ থাকিত। অধ্যাপক দিগেব খাদ্য অপেক্ষাকৃত ভাল থাকিত। গান্ধী ও আর একটি ছাত্র মাংস খাইতেন না। তাঁহাবা অধ্যাপকদিগেব খাদ্য পাইতেন। সেখানে নিবামিষ খাদ্যের তেমন আযোজন ছিল না। আলু কপি সিদ্ধ এই তবকাবী। অধ্যাপকদিগেব খাদ্য পাইবাব আদেশ হইলে তাঁহারা কিছু ফল পাইতে লাগিলেন, তবকারীও কযেক রকমেব মিলিত। ভোজ খাইলে কি কবিযা বিদ্যালাভ হয জানি না। সম্ভবতঃ ছাত্র ও অধ্যাপকদিগের মধ্যে প্রীতিস্থাপন এই সকল ভোজেব উদ্দেশ্য।

বিশেষতঃ বিলাতে ভোজে বক্তৃতা হয়। কেবল লুচি, মিঠাই চীৎকার শোনা যায় না। রোমান 'ল' আর বিলাতের ব্যবহার শাস্ত্র এইমাত্র পড়িতে হইত। আবার শতকরা ৯৯জনও পাশ হইত, শেষ পরীক্ষায়ও ৭৫জন পাশ হইত। অনেকেই নোট পড়িয়া পরীক্ষা দেন। গান্ধী মূল বইগুলি পড়িলেন। পরীক্ষার্থী তিনি, ফাঁকি দিয়া পাশ করিবেন কেন? মূল বই পড়ায় তাঁহার খাটিতে হইল বটে; কিন্তু আইনজ্ঞান লাভ হইল। ইংরেজী ১০ই জুন ১৮৯১ সালে তিনি ব্যারিষ্টার হইলেন।

উপসংহার

মহাত্মার ছাত্রজীবন শেষ হইল। মায়ের চরণে যে প্রতিশ্রুতি দিয়া গিয়াছিলেন, শত প্রলোভনেও গান্ধী তাহা বিস্মৃত হন নাই। মদ্য, মাংস ও স্ত্রী-লোক তিনি স্পর্শ করেন নাই। সত্য, ধর্ম্ম, পবিত্রতা, স্বাধীন মত তিনি বিসর্জ্জন দেন নাই। প্রলোভন তাঁহাকে কুপথে লইযা যাইতে পারে নাই। ভবিষ্যতে যিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নর-দেবতা বলিযা পূজিত হইবেন, তাঁহার ছাত্রজীবনে বহু প্রলোভন আসিয়াছিল, তাঁহার পথ কুসুমাস্তীর্ণ কখনও ছিল না, অগ্নিমন্ত্রেই তাঁহার দীক্ষা হইয়াছিল, সংগ্রামের ভিতর দিযাই তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। সত্যের রণভেরী শুনিযাই তিনি জীবন যজ্ঞে আহুতি দিতে আসিযাছেন। সত্যই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র, সত্যই তাঁহার ধর্ম্ম, সত্যই তাঁহার কর্ম্ম। ঋষিগণ মন্ত্র দর্শন করেন, তাই ঋষি অর্থাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা। গান্ধী যে মন্ত্র দর্শন করিযাছেন, তাহা সত্যম্।